গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৬ ফেব্রুয়ারি/ ২০২৩
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ফেবুয়ারি/২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চান। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৫-০১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৫-০১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
৩.১।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, চলতি অর্থবছরে এপিএতে অন্তর্ভূক্ত ১২টি কর্মসূচির মধ্যে ১০টি সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মাসে সম্পন্ন হওয়া কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখার পদ্মা নদির বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শীর্ষক বহিরংগন কাজের বিষয়ে শাখাপ্রধান জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তারা ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করে এসেছেন। এখন ল্যাব এনালাইসিস ও অন্যান্য গবেষণা শেষে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখার বহিরংগন কাজ চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাতে পরিচালিত হয়েছে এবং সেখানে উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ এবং উক্ত শাখার শাখাপ্রধান জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে শাখাপ্রধান বলেন, সেখানে একটি জনসচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আগত ব্যক্তিবর্গ জানতে চান যে,	ক)বহিরংগন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা।

	ভূমিকম্প হলে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কী ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং তারা সেখানকার মাটির অবস্থা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, নগরায়ন হলে সেখানে কোনো দূর্যোগের ঝুঁকি আছে কিনা। এছাড়াও তারা চলমান কাজের রিপোর্টটিও জানতে চেয়েছেন। জনাব নাসিমা বেগম, পরিচলক (ভূতত্ত্ব) আরও বলেন, বহিরংগন দলটি সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করেছে এবং তারা ১০টি এসপিটি (SPT) ১০০ ফুট পর্যন্ত, ১০টি চপিং ২০০ ফুট পর্যন্ত এবং ২৩টি অগারিং করেছে। সেইসাথে ৬০০টির মতো নমুনা সংগ্রহ করেছে। ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ শাখার বহিরংগন কাজের বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ উপজেলায় হাইড্রোজিওলজিক্যাল অনুসন্ধানের মাধ্যমে পানির আধারের অবস্থান ও গুণগতমান নির্ণয় এবং ভূরাসায়নিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ শীর্ষক কাজটি চলাকালীন তিনি এবং উপমহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে এ সম্পর্কিত একটি জনসচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পানির গুণাগুণ সম্পর্কিত হওয়ায় সকলে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ডিপিএইচই এর লোকজনও উপস্থিত ছিলেন এবং তারা কাজের ধরণ ও ফলাফল দেখে প্রশংসা করেন। জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক আরও বলেন, স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা এলিমেন্টারি বিশ্লেষণের ফলাফল চেয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ বিশ্লেষণ তাদের কাজে লাগবে। সভায় জানানো হয় ৪৬০টি সলিড নমুনা এবং ৩৫টি পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখা থেকে একটি দল গোপালগঞ্জ পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় টেকসই নগরায়ণ ও পরিকল্পনার জন্য প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ত্রিমাত্রিক মডেলিং শীর্ষক বহিরংগন কাজ পরিচালনা করছে। তিনি আরও বলেন, অনেক চেষ্টার পর গ্রাভেটি ও ম্যাগনেটিক সার্ভের জন্য প্রতিক্ষিত ম্যাগনেটোমিটারটি এসে পৌছেছে। সংশ্লিষ্ট শাখা ৩দিনের একটি টেস্টিং প্রগ্রাম পরিচালনা করবেন। এরপর তারা বহিরংগনে গমন করবেন। আর এ কর্মসূচিটি শেষ হলেই নির্ধারিত ১২টি বহিরংগনের সবগুলো কাজ সম্পন্ন হবে। নতুন ম্যাগনেটোমিটার সরবরাহের জন্য ড. সুলতানা নাছরিন নুরি মহাপরিচালকর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।		

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, শুদ্ধাচারের আওতায় পরিচালকগণ ব্যতীত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের যোগদান সম্পন্ন হলে তাদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। সভাপতি জানতে চান যে, ফাইভ টুলসের অগ্রগতিতে কোন জটিলতা আছে কিনা। এ বিষয়ে আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ১২ টি বহিরংগন কর্মসূচির মধ্যে ২টি বাকি রয়েছে। এখন প্রতিটি বহিরংগন কাজের প্রমাণক হিসেবে ৫/১০ পৃষ্ঠার একটি করে অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তিনি সকল শাখা প্রধানের প্রতি রিপোর্টগুলো আগামী এক মাসের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, জিএসবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণার জন্য শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজকে বিবেচনা করা হলেও তারা ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারছে না। তবে আশা করা যায় সেগুনবাগিচা এলাকার অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রচারণা কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। সভাপতি ই-নথির ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, অফিসের ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন প্রায় ৮২% এ পৌছেছে। আশাকরা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই টার্গেট অর্জন সম্ভব হবে। ইনোভেশনের অগ্রগতির বিষয়ে বলা হয় যে, এর আওতায় একটি প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও বলা হয় যে, এখানে পরিদর্শনের কথা বলা আছে। আর এটা বাস্তবায়ন না করা হলে নাম্বার কাটা যাবে। অতএব এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, পরিদর্শনটি প্রথমে জিটুজি করার বিষয়ে একটু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তবে এখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন মহাপরিচালক এবং পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় এর সাথে আলোচনা করে আগামী মে/২৩ মাসের মধ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	ক) এপিএ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। খ)আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিটি বহিরংগনের জন্য একটি করে অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গ)জিএসবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা করতে হবে। ঘ)ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	এপিএটিমসহ সকল শাখা
প্রশাসনিক আলোচনা			

৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক(অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের চুড়ান্ত অনুমোদনের পর ইতোমধ্যে ৫৭ জন কর্মচারী যোগদান করেছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং আনসার ও ভিডিপি কোটায় যারা নিয়োগের সুপারিশ পেয়েছেন তাদের কোটা ভেরিফিকেশনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভেরিফিকেশন হয়ে আসলেই তারা যোগদান করতে পারবে। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার শাখার একজন কর্মকর্তাকে স্থানান্তার করে সংগ্রাহণ উপশাখার দায়িত্ব প্রদান করায় শাখার বহিরংগন প্রতিবেদনসহ কাজে লোকবল সংকট দেখা দিয়েছে বিধায়, তার শাখায় আরও কর্মকর্তা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ২৩টি পদের নিয়োগের বিষয়ে বিপিএসসি তে যোগাযোগ হয়েছে। তারা জানিয়েছেন যে, ৬মার্চ/২০২৩ এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মার্কশীট জমা দিতে বলা হয়েছে এবং তারপর ভাইভা পরীক্ষা শুরু করা হবে। তিনি আরও বলেন, সংগ্রহণ কর্মকর্তাসহ ৪টি পদের ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ৪১তম বিসিএস থেকে তাদের নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই জনবল সংকট দূর হয়ে যাবে। সভাপতি এ চলমান প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
বিবিধ আলোচনা			

	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, জার্মানদের সাথে নতুন করে প্রকল্পের জন্য জনাব মোঃ আলী আকবর পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মহাপরিচালকের পরামর্শ মোতাবেক টিএপিপি সংশোধন করছেন এবং এর মধ্যে জিওবি'র কিছু পার্ট সংযুক্ত করা হচ্ছে। জনাব মোঃ কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন যে, জার্মানদের সাথে নতুন প্রকল্পের টিএটপিপি'র বিষয়ে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে যে কেন এখনও টিএপিপিটি জমা দেয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি অগ্রগতির বিষয়ে কমিটির সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন যে, রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু মহাপরিচালকের নিকট থেকে কিছু নির্দেশনা আসায় এবং জিএসবি'র গবেষণাগার উন্নয়ন বিষয়ে কিছু যন্ত্রপাতি রাখার বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকায় টিএপিপিতে জিওবির কিছু ফান্ড সংযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এ জন্য নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখাকে তাদের কী কী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সেগুলোর নাম ও স্পেসিফিকেশন সম্বলিত একটি তালিকা দিতে বলা হয়েছে। সেটা পেলেই সংযুক্ত ও সংশোধন করে রিপোর্টি দ্রুত জমা দেয়া হবে। এ বিষয়ে পরিচালক (অপা: ও সমন্বয়) বলেন প্রকল্পে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে বেশীর ভাগ টাকাই কনসালটেন্ট ও সম্মানী খাতে রাখা হয়েছে। ভূবৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি খাতে ও বহিরংগন কাজে কোনো টাকা রাখা হয়নি। এ বিষয়ে মহাপরিচালক বলেন যে, তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলেতো জিএসবি তেমন লাভবান হবে না। অধিকন্তু পরিচালক (অপা: ও সমন্বয়) বলেন প্রকল্পের বাংলাদেশী কনসালটেন্ট জিএসবির প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ, টি, এম আসাদুজ্জামান প্রকল্প পরিচালকের সকল কাজে বিঘ্ন ও বাধার সৃষ্টি করেন যা মোটেই কাম্য নয়। খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয় উল্লেখ করা হলে সভাপতি জিজ্ঞেস করেন যে, সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যে পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছিল সেটা সংযুক্ত করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে কিনা। প্রত্যুত্তরে জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) বলেন, সভার পর্যবেক্ষণ নোট করা হয়েছিল এবং সে অনুযায়ী সংশোধন করে যাছাই করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর পুনরায় কিছু সংশোধনী দিলে সে মোতাবেক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে, এখন সভার কর্যবিবরণী পেলেই রেফারেন্স হিসেবে সংযুক্ত করে টিপিপি প্রেরণ করা হবে।	ক) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি সম্পন্ন করতে হবে। খ) Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) প্রকল্প সংক্রান্ত সকল বিষয়ে BGR শুধুমাত্র ইআরডি, ইএমআরডি ও জিএসবির সাথে যোগাযোগ রাখবে অন্য কারো সাথে নয়। এ বিষয়টি অবহিত করে BGR-কে প্রত্র প্রেরণ করতে হবে। খ)খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের রিপোর্ট সংশোধন করে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা, অপারেশর ও সমন্বয় শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ।

৪। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৬

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯

১৩ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) , উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৩) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ

৪) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)